নির্যাতিত পুরুষ
মে '১৮ তথ্যকেন্দ্র ১০ টাকা
বর পেটানোয় ভারত বিশ্বে তৃতীয়। আত্মহত্যায় মহিলাদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা দ্বিগুণ। কিন্তু কেন? ৪৯৮এ ধারা কি পুরুষের মৃত্যুবাণ?
আত্মকথা সমরেশ মজুমদার, রম্য স্বপ্নময় চক্রবর্তী, মস্তানরাজ, কমিকস, কেরিয়ার, স্বাস্থ্য, গ্রীষ্ম ভ্রমণ

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 17 May 2018 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়
বিশ্বের বৃহত্তম সর্বাধিক সফল বিবাহ প্রতিষ্ঠান
তথ্যকেন্দ্র
১০ গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
রাজ ভবনের সামনে, ফোন: ০৩৩ ২২৪৮৬৪৬৭
E-mail : tathyakendra@hotmail.com

ট্রেড লাইসেন্স বিভাগে বাড়ছে দালাল রাজ, অসহায় পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ১৬ মে ঃ পুর আইন মানতে গেলে দালালচক্র আটকানো সম্ভব নয়। আবার আইন মোতাবেক কাজ না করলে চেপে ধরবে বিরোধীরা। এমন পরিস্থিতিতে উভয়সংকটে পড়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল। ট্রেড লাইসেন্স বিভাগ নিয়ে কেন এত সমস্যা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ট্রেড লাইসেন্স বিভাগ নিয়ে অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বিরোধীদের কথায়, পুরনিগমের এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন বিভাগ খোলার আগেই বিভাগের দরজার সামনে দালালরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অভিযোগ, এরপর সারাদিন ধরেই এই বিভাগের কাজকর্ম দালালরাই পিছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দালালদের সঙ্গে বিভাগের কিছু কর্মীর যোগসাজশ রয়েছে। অভিযোগ পেয়ে বিভিন্ন সময়ে ওই বিভাগের কর্মীদের রদবদলও করেছেন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। কিন্তু তাতেও সমস্যার তেমন কোনো সমাধান হয়নি বলেই অভিযোগ। ট্রেড লাইসেন্স দালালদের মাধ্যমে করতে গেলে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত টাকা গুনতে হয়। যদিও তার বদলে কোনো রকম ঝুটঝামেলা ছাড়াই তাঁরা ট্রেড লাইসেন্স হাতে পেয়ে যান।

এই দালাল রাজ বন্ধ করা বেশ সমস্যার বলেই মনে করেন মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল। তাঁর বক্তব্য, 'পুর আইনে পরিষ্কার বলা রয়েছে, যেকোনো ব্যক্তি ট্রেড লাইসেন্স করার জন্য এজেন্ট কিংবা পরিচিত কাউকে পুরনিগমের ট্রেড লাইসেন্স বিভাগে পাঠাতে পারেন। তিনিই ব্যবসায়ীর হয়ে সব কাগজপত্র পেশ করতে পারবেন।' এতেই বিভাগের কর্মীরা পড়েছেন সমস্যায়। কারণ কে ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি আর এজেন্ট কারা, তা বোঝা পুরনিগমের পক্ষে সম্ভব হয় না। যার ফলে ব্যবসায়ীর পাঠানো প্রতিনিধি বলে দালালরা দিনের পর দিন বহাল তবিয়তে ওই কাজ করে চলেছে। কিন্তু পুরনিগমের পক্ষে তা ধরা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল বলেন, 'আমরা সবসময় চেষ্টা করি যাতে সাধারণ মানুষ নিজের লাইসেন্স নিজে বানাতে আসেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না। কিন্তু পুর আইন অনুযায়ী সেভাবে কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া যায় না। কারণ যেকোনো ব্যবসায়ী তাঁর প্রতিনিধিকে ট্রেড লাইসেন্স বানানোর জন্য পাঠাতেই পারেন।' তবে বিরোধীরা মেয়র পারিষদের এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, একজন দালাল প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীর হয়ে কাজ করতে পুরনিগমে আসে। তাকে চিহ্নিত করা মোটেই শক্ত নয়।

একইভাবে, নতুন ট্রেড লাইসেন্স করতে এলে কোনো ব্যবসায়ী যদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না দেখাতে পারেন তবেও তাঁকে প্রভিশনাল ট্রেড লাইসেন্স দিতে পুরনিগম বাধ্য। সেই নিয়মকে হাতিয়ার করে অনেকেই বিনা কাগজপত্রে এক বছরের জন্য লাইসেন্স বানিয়ে নানা অবৈধ ব্যবসা করছে। যদিও পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, তারা এখনও এই ধরনের ট্রেড লাইসেন্স ইশ্যু করা শুরু করেনি।

ভেতরের পাতায়
কর্ণাটক নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে যাওয়ার কথা ভাবছে কংগ্রেস ▸▸ চারের পাতায়
ট্রাম্প–কিম বৈঠক অনিশ্চিত ▸▸ পাঁচের পাতায়
চা শিল্পের উন্নয়নে ৩৯৫ কোটি টাকার প্যাকেজ কেন্দ্রের ▸▸ আটের পাতায়

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৭.৬২
ডিজেল টাঃ ৬৮.৯৫

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।
–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

বিন্দু বিসর্গ

ভোটগণনায় যাচ্ছেন বুঝি, বিমা করা আছে ?

রাজ্যের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট কেন্দ্র

পুনর্নির্বাচনের দিন রতুয়ায় প্রকাশ্যে বন্দুক হাতে দুষ্কৃতী। –সংবাদচিত্র

পুনর্নির্বাচনে হিংসার বলি ১, আজ গণনা

নিউজ ব্যুরো

১৬ মে ঃ বুধবার পঞ্চায়েত ভোটের পুনর্নির্বাচনেও হিংসা অব্যাহত রইল। তবে সোমবারের তুলনায় এদিন হিংসার ঘটনা তুলনায় কিছুটা কম ছিল। মৃত্যুর সংখ্যাও ছিল কম। এদিন উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে ভোট চলার সময় সংঘর্ষে মহম্মদ কাসিরুদ্দিন নামে একজনের মৃত্যু হয়। তিনি এক নির্দল প্রার্থীর সমর্থক ছিলেন। ওই ঘটনায় এক মহিলা সহ ৪ জন জখম হয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে। মালদার চাঁচল মহকুমার রতুয়াও পুনর্নির্বাচনকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেখানে অনেক বুথে দিনভর দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি, বোমাবাজি, ভোটারদের মারধর করে লুটপাট এবং ভাঙচুর, সবই চলেছে। রতুয়ার ৭টি এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের ১টি বুথে বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের মাঝিয়ানে ছাপ্পা ভোট ও বুথ দখলের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় নির্বাচন কমিশন, স্বরাষ্ট্রসচিব ও রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন সিপিএম প্রার্থী। কোচবিহারের খারিজা–গিতালদহের একটি বুথের বাইরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। আলিপুরদুয়ারের বেশ কয়েকটি জায়গায় বিরোধীদের বুথের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে কড়া নিরাপত্তায় ভোটগণনা শুরু হবে।

অন্যদিকে, পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে রাজ্যের পাঠানো রিপোর্ট সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তারা বলেছে, ওই রিপোর্ট অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিমূলক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নতুন করে রাজ্যকে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছে। কিন্তু তৃণমূলকে সবথেকে বেশি অস্বস্তিতে ফেলেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার বিধায়ক আশিস চক্রবর্তী। তৃণমূলের এই বিধায়ক এদিন বলেছেন, '৩৪ বছরের বাম আমলে গড়বেতায় এমন সন্ত্রাস হয়নি। সোমবার রাজ্যের সব জায়গায় ভোট থাকায় নিরাপত্তা দেওয়া যায়নি। আজ নিরাপত্তা দেওয়া গিয়েছে, তাই ভোট শান্তিতে হয়েছে।'

কিন্তু শান্তি সব জায়গায় ছিল না। যেমন ছিল না গোয়ালপোখর থানার হেমডাঙ্গ এলাকায়। এদিন সেখানে ফরওয়ার্ড ব্লক ও নির্দল প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ১৫ থেকে ২০ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। সেই সঙ্গে দু–দলের সমর্থকরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়। সংঘর্ষের সময় মহম্মদ ইশাক নামে ফরওয়ার্ড ব্লকের এক কর্মীর পাঁজরে গুলি লাগে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মহম্মদ কাসিরুদ্দিনের দাদা কলিমুদ্দিন বলেন, 'আমরা তৃণমূল করি। কিন্তু আমাদের প্রার্থী দলের প্রতীক না পাওয়ায় নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের ছোড়া গুলিতে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে।' অভিযোগের জবাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক আলি ইমরান রমজ বলেন, 'শাসকদলের প্রশ্রয়ে এলাকায় সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। ঘটনায় যারা জড়িত পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।' পুলিশ এখনও ওই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। চাপড়াবাখারিতেও তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে পুলিশ দ্রুত সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে।

দক্ষিণবঙ্গের উলুবেড়িয়ায় বেশ কয়েকটি গোলমালের খবর পাওয়া গিয়েছে। সেখানকার গুদারপুর এলাকার ৫০ নম্বর বুথে দুষ্কৃতীরা বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বুথ দখলের চেষ্টা করে। এরপর বিজেপি ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। গ্রামবাসীরা একজন দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে পুলিশে দিয়ে দেন। তৃণমূলের এক প্রার্থীর বাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনে।

অন্যদিকে, এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের রিপোর্টে বহু অসংগতি রয়েছে। মৃত্যুর তথ্য নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি। নির্বাচনের আগেই মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে লাগামহীন সন্ত্রাসের খবর পৌঁছেছিল দিল্লিতে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কেন রক্ত ঝরল, রাজ্যের কাছে তারই কৈফিয়ত চেয়েছিল রাজনাথ সিংয়ের মন্ত্রক। চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারকে সেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল মন্ত্রক। সূত্রের খবর, রাজ্যও সেই বিষয়ে তড়িঘড়ি রিপোর্ট জমা দিয়ে দাবি করে, মনোনয়নপর্বে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন শাসকদলের সমর্থকরাই।

এরপর নয়ের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
হার্ট অ্যাটাক
মাঝরাতেও অ্যাম্বুলেন্স পিক-আপ থেকে স্পেশালিস্ট ডাক্তার - সবই পাবেন একমাত্র ডিসানেই।
তোমার ছুটি আমার নয়
শিলিগুড়িতে ঃ মেডিকেল কলেজের পাশে
✆ 90516 40000

ভোটকর্মীদের বিক্ষোভ, এসডিও–কে মারধর

রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর, ১৬ মে ঃ প্রিসাইডিং অফিসারের খুনের ঘটনার প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাপত্তা এবং খুনিকে গ্রেফতারের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হলেন ভোটকর্মীরা। অবরোধ তোলার অনুরোধ করতে গিয়ে মার খেলেন এসডিও। তাঁকে ধাক্কা দেওয়ার পাশাপাশি কিল, ঘুসি মারা হয়। এসডিওকে লক্ষ্য করে জুতোও ছোড়া হয়। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে ওই আধিকারিকের মাথায়, গায়ে জল ঢেলে দেওয়া হয়। ঘটনা ঘিরে বুধবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে রায়গঞ্জে। অবরোধ চলতে থাকে রাত পর্যন্ত। উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক আয়েষা রানি এ বলেন, রাজকুমারবাবুর মৃত্যুর তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন এদিন সন্ধ্যায় গণনার জন্য বিকল্প ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি এসডিও–কে মারধরের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে রায়গঞ্জের রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হয় রাজকুমার রায় (৪০) নামের এক শিক্ষকের ক্ষতবিক্ষত দেহ। তিনি রহতপুর হাই মাদ্রাসার ইংরেজি শিক্ষক। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুরে। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী অর্পিতা বর্মন রায় সহ এক ছেলে, এক মেয়ে। ভোটে তাঁর ডিউটি পড়ে বরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাডাঙি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি ছিলেন প্রিসাইডিং অফিসার। রাজকুমারবাবুর সহকর্মী এবং পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় ওই বুথে শাসকদলের ছাপ্পা ভোটের তীব্র প্রতিবাদ করে রুখে দাঁড়ান রাজকুমার রায়। এতেই ভোট শেষের পর তাঁকে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়। সোমবার রাত ৭.৩০ টার পর থেকে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই নিয়ে স্ত্রী অর্পিতাদেবী রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগও করেন। মঙ্গলবার রাতে রেললাইনের ধার থেকে রাজকুমার রায়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করে রেললাইনের ধারে ফেলে রেখে দেয় দুষ্কৃতীরা। যদিও মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুলিশ খুনের ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর প্রচেষ্টা শুরু করে।

বুধবার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রায়গঞ্জের প্রায় ৬০০ ভোটকর্মী বুধবার সকাল থেকেই পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড়ে পথ অবরোধের ফলে জাতীয় সড়ক স্তব্ধ হয়ে যায়। তাঁরা দাবি করেন, কাউন্টিং সেন্টারে সমস্ত ভোটকর্মীকে যথেষ্ট নিরাপত্তা দিতে হবে।

এরপর নয়ের পাতায়

জাতীয় সড়ক অবরোধ ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের। –সংবাদচিত্র

রাজকুমারের বাড়ি ফেরা হল না

রাহুল মজুমদার ও মহম্মদ জাবের

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ মে ঃ সোমবার রাত আটটায় শেষ কথা হয়েছিল স্ত্রীর সঙ্গে। 'এখনও ভোট চলছে, তাই ফিরতে রাত এগারোটা হয়ে যাবে'– জানিয়েছিলেন স্ত্রীকে। তারপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন রহটপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক তথা সোনারপুরের বিসিজেএন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৮ নম্বর বুথের প্রিসাইডিং অফিসার ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা রাজকুমার রায়। ছেলের নিখোঁজ হওয়ার খবর শোনার পর থেকেই ঠাকুরঘরে হত্যে দিয়ে পড়েছিলেন মা অনদা রায়। অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাওয়ার প্রার্থনার মাঝেই ছেলের মর্মান্তিক পরিণতির খবর পেয়ে মূর্ছা যান। জ্ঞান ফেরার পর থেকে ক্রমাগত কেঁদেই চলেছেন। কাঁদতে কাঁদতে দিনভর ছেলের হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি করছিলেন বৃদ্ধা মা।

ঘটনার খবর আসতেই শোকস্তব্ধ শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের করনগছ গ্রাম। ঘটনার প্রতিবাদে দুপুর থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখে গ্রামবাসী। অবরোধ তুলতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, পুলিশকে লক্ষ করে পালটা ঢিল ছোড়া হয় এবং তাতে ফাঁসিদেওয়া থানার এক পুলিশকর্মীর মাথা ফেটে গিয়েছে বলে খবর। যদিও লাঠিচার্জের কথা অস্বীকার করেছে পুলিশ।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের করনগছের বাসিন্দা রাজকুমার রায়। ১৪ বছর আগে রহটপুর হাই মাদ্রাসায় ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এরপর থেকে রায়গঞ্জেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ফাঁসিদেওয়ার বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ বাবা, মা, ভাই ও ভাইয়ের পরিবার। বছর দশেক আগে বিয়েও করেন তিনি। এরপর থেকে রায়গঞ্জে বাড়ি তৈরি করে সেখানেই স্ত্রী,দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকতেন রাজকুমারবাবু। গত সোমবার নির্বাচনের ডিউটিতে যান সোনারপুর বিসিজেএন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানে ৪৮ নম্বর বুথে প্রিসাইডিং অফিসার ছিলেন রাজকুমারবাবু। অভিযোগ,ওই বুথে সকাল থেকেই ছাপ্পা ভোট চলছিল। সেই সময় দুষ্কৃতীদের সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়। রাত আটটা নাগাদ স্ত্রীকে ফোন করে জানান ফিরতে দেরি হবে। এরপর থেকেই আর খোঁজ মিলছিল না রাজকুমারবাবুর। অভিযোগ,তাঁকে অপহরণ করে দুষ্কৃতীরা। তাঁর সহকর্মীরা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলার আধিকারিকদের জানান। কিন্তু এরপরেও নির্বাচন কমিশন কিংবা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে কোনো পদক্ষেপ করা হয়নি। সোমবার রাতেই রাজকুমারের ফাঁসিদেওয়ার বাড়িতে তাঁর নিখোঁজ সংক্রান্ত খবর আসে। খবর পেয়েই মঙ্গলবার সকালে রাজকুমারের ভাই হেমন্ত রায় সহ পরিবারের কয়েকজন গিয়ে রায়গঞ্জ থানা এবং ইটাহার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বুধবার সকালে সোনাডাঙ্গী স্টেশনে রাজকুমার রায়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়।

এরপর নয়ের পাতায়

রায় ও মার্টিন
Class 12
দর্শন
মণ্ডল ও সরকার
THE CALCUTTA PUBLISHERS

মুচলেকা দিতে হবে মাংস বিক্রেতাদের

শিলিগুড়ি, ১৬ মে ঃ রাস্তার ধারে বসে মাংস বিক্রি করলেই হবে না । এখন থেকে মাংস বিক্রেতাদের দিতে হবে মুচলেকাও । পচা ও বাসি মাংস তো বটেই, ক্রেতাকে লুকিয়ে যদি ক্রেতার অপছন্দের মাংস তাঁকে দেওয়া হয় তবে বিক্রেতার বিরুদ্ধে নেওয়া হবে কড়া ব্যবস্থা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে খুব শীঘ্রই মাংসের দোকানগুলির থেকে এই মুচলেকা নেওয়া শুরু হবে।

কলকাতায় ভাগাড় কাণ্ডের পর রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা রাজ্যে। একদিকে যেমন কমেছে মাংস বিক্রি, তেমনি হোটেল, রেস্তোরাঁগুলিতে মাংসের পদ বিক্রি হচ্ছে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। অনেক জায়গায় দাম কমানো হয়েছে কাটা মাংসেরও। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এমন অবস্থা চলার ফলে ক্ষতির মুখে পড়েছেন মাংস বিক্রেতারা। এরই মধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে বেশ কয়েকবার হোটেল, রেস্তোরাঁয় গিয়ে মাংস পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহরের হোটেল, রেস্তোরাঁয় মাংস নিয়ে কোনোরকম খারাপ অভিজ্ঞতা পুরনিগমের না হলেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। যাতে কোনোভাবেই পচা কিংবা বাসি মাংস রান্না করে কোথাও খাওয়ানো না হয়। যদিও এর মধ্যেই হকার্স কর্নার বাসস্ট্যান্ডের কাছে থাকা বাজার থেকে বরফে ঢাকা পচা মাংস অভিযান চালিয়ে ধরেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্মীরা। তবে এখনও সেভাবে মাংসের দোকানগুলিতে অভিযান চালানো হয়নি।

এদিকে, সুযোগ বুঝে মাংস বিক্রেতাদের থেকে টাকা তোলার অভিযোগ এসেছে পুরনিগমের কাছে। নিজেদের পুরকর্মী পরিচয় দিয়ে কয়েকজন বিভিন্ন বাজারে গিয়ে সেখানকার মাংস বিক্রেতাদের মাংসের দোকান বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। নতুবা তাদের টাকা দিতে হবে বলেও অনেকে দাবি করছেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি কানে গিয়েছে মেয়র অশোক ভট্টাচার্যেরও। তিনি বলেছেন, মাংস বিক্রি কোনোভাবেই শহরে বন্ধ করা হবে না। যারা টাকা তুলছে তাদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক পুলিশ।

তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ভাগাড় কাণ্ড নিয়ে সব চুপচাপ হয়ে গেলেও পচা ও বাসি মাংস যাতে কোনোভাবেই শহরে বিক্রি না হয় সেই ব্যাপারে শীঘ্রই ফের রাস্তায় নামা হচ্ছে। এবারে নির্দেশ এসেছে, মাংস বিক্রেতারা মুচলেকা দিয়ে জানাবেন তাঁরা পচা ও বাসি মাংস বিক্রি করবেন না। এমনিতেই শহরের অধিকাংশ মুরগি বিক্রেতা এখন আর কাটা মাংস বিক্রি করছেন না। ক্রেতার সামনে গোটা মুরগি কেটে দিচ্ছেন। তবে মাংস বিক্রেতারা এখন থেকে মুচলেকা দিলে, পরবর্তীতে যদি তাঁরাই পচা মাংস বিক্রি করেন তবে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুরনিগমের পক্ষে সহজ হবে। যদিও শিলিগুড়ির মানুষের ধারণা, বাসি–পচা মাংস বা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ সহ বিভিন্ন ইশ্যুতে পুরনিগম যতটা গর্জায় ততটা বর্ষায় না। তবে মেয়র অশোক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'কলকাতায় কাজে এসেছি। বৃহস্পতিবার ফিরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।'

টাকার থলে ঘুরছে কর্ণাটকে

আজ মসনদে ইয়েদুরিয়াপ্পা

বেঙ্গালুরু, ১৬ মে ঃ কর্ণাটকে সরকার গঠন নিয়ে টানটান উত্তেজনার পর অবশেষে হাসি ফুটল বিজেপি নেতৃত্বের মুখে। বৃহস্পতিবার সকাল ন'টায় রাজভবনে দ্বিতীয়বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন বিএস ইয়েদুরিয়াপ্পা। বুধবার রাতে রাজ্যপাল বাজুভাই ভালা তাঁকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেইসঙ্গে তাঁকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষায় নামার নির্দেশও দিয়েছেন রাজ্যপাল। পরে বিজেপির তরফেও রাজ্যপালের তরফে পাঠানো আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়।

এদিন কর্ণাটকে দলের টুইটার হ্যান্ডেলে একথা টুইট করে জানিয়ে দেওয়া হলেও পরে তা মুছে ফেলা হয়। এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকার শুধুমাত্র 'ভিকট্রি সাইন' দেখিয়ে হাসিমুখে চলে যান। রাজভবনের এহেন সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম সমালোচনা করে বলেছেন, রাজ্যপাল আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেননি। উনি সুপ্রিমকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কংগ্রেস নেতা কপিল সিবাল বলেন, আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। অথচ রাজ্যপাল আমাদের ডাকেননি। এর থেকে স্পষ্ট, এই সিদ্ধান্তের পিছনে অর্থবল কাজ করেছে। রাজ্যপাল ইয়েদুরিয়াপ্পাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য ১৫ দিন সময় দেওয়ায় বিধায়ক কেনাবেচার ঘটনা বাড়বে বলে আশঙ্কা রাজনৈতিক মহলে।

এইচ ডি কুমারাস্বামী

বি এস ইয়েদুরিয়াপ্পা

গতকাল ফল ঘোষণার পর থেকে এদিন সারাদিন ধরে কারা সরকার গড়বে তা নিয়ে নাটক চরমে ওঠে। কখনও বিজেপি দাবি করেছে, যেহেতু তারা একক বৃহত্তম দল, সেহেতু তারাই সরকার গঠন করবে। অপরদিকে কংগ্রেস–জেডিএস জোটের আশাপ্রকাশ করেছে, তাদের হাতে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধায়ক রয়েছে। সেহেতু সরকার গঠনের প্রথম অধিকারী

এরই মধ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা দিয়ে বিধায়ক কিনতে চাওয়ার অভিযোগ করে হাওয়া গরম করে দিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়ার ছেলে তথা জেডিএস নেতা এইচডি কুমারাস্বামী। কেন্দ্রের প্রধান শাসকদলের বিরুদ্ধে বিধায়ক কেনাবেচার অভিযোগ করেছে কংগ্রেসও। জেডিএস এবং কংগ্রেস–উভয়ের অভিযোগই অবশ্য খারিজ করে দিয়েছে বিজেপি। তাদের পালটা অভিযোগ, ঘোড়া কেনাবেচার ব্যাপারে ওস্তাদ হল কংগ্রেস এবং জেডিএস।

বুধবার বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যান বিএস ইয়েদুরিয়াপ্পা। গতকালও সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। রাজভবনের বাইরে ইয়েদুরিয়াপ্পা বলেন, রাজ্যপাল যাতে যত শীঘ্র সম্ভব বিজেপিকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান সেই অনুরোধ জানাতে গিয়েছিলাম।

এরপর নয়ের পাতায়

কাশ্মীরের কিষানগঙ্গা প্রকল্পের মডেল বানালেন উত্তম

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ মে ঃ উত্তর কাশ্মীরের বন্দিপুরা জেলায় কিষানগঙ্গা নদীর উপর বাঁধ তৈরি করে সেখানে ৩৩০ মেগাওয়াট হাইড্রোইলেকট্রিক প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। ১৯ মে এই প্রকল্পটির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওইদিন শ্রীনগর সফরের সময় প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে ওই প্রকল্পটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির উত্তম দাসের তৈরি মডেল সেখানে নিয়ে গেলেন এনএইচপিসি–র কর্তারা। এই প্রকল্পটি চালু হলে জম্মু ও কাশ্মীরে বিদ্যুতের চাহিদা অনেকটাই মিটবে বলে মনে করছে এনএইচপিসি।

মাত্র আটদিনের চেষ্টায় সহশিল্পীদের সঙ্গে দিনরাত পরিশ্রম করে এই মডেল তৈরি করেছেন উত্তমবাবু। তিনি জানান, এই প্রকল্পের মডেল তৈরির জন্য তাঁকে গত ৪ তারিখ এনএইচপিসি–র তরফে টেলিফোন করে জানানো হয়। প্রথমে উত্তমবাবুকে প্রস্তাব দেওয়া হয় দিল্লিতে গিয়ে ওই মডেল বানানোর জন্য। কিন্তু উত্তমবাবু তাতে রাজি না হওয়ায় তাঁর শিলিগুড়ির বাড়িতে বসে মডেল তৈরির প্রস্তাবে রাজি হন এনএইচপিসি–র কর্তারা। ১৪ তারিখ ওই মডেল দেখতে শিলিগুড়ি আসেন ওই প্রকল্পের সিএমডি (চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর) বলরাজ যোশি। তিনি উত্তমবাবুর কাজে সন্তুষ্ট হন ও মডেলের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৫ তারিখ মডেলটি নিয়ে শ্রীনগরের উদ্দেশে রওনা হন প্রকল্পের কর্তারা।

কিছুদিন আগেই অরুণাচলপ্রদেশের দিবাং নদীর উপর তৈরি হতে চলা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রোজেক্টের মডেল তৈরি করেছিলেন উত্তমবাবু। ব্যবহার করা হয়েছিল ফাইবার ও প্লাস্টার অফ প্যারিস। জলকে বোঝানোর জন্য ফ্রান্সের এক বিশেষ ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়েছিল।

উত্তমবাবু বলেন, 'এবারের মডেল তৈরি আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। আট দিনের মধ্যেই মডেল তৈরি করে ফেলেছি।' উত্তমবাবুর তৈরি এই মডেলে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে ফাইবার গ্লাস, তেমনই কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বোঝানোর জন্য আমেরিকার এক বিশেষ ধরনের ফাইবার ডাস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। যা দেখে বোঝাই যাবে না এটা আসল বরফে ঢাকা কাশ্মীর, নাকি শুধুই মডেল।

এনএইচপিসির শিলিগুড়ি রিজিয়নের এগ্‌জিকিউটিভ ডিরেক্টর দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা একটা ড্রয়িং শুধু ওঁকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তা দেখে এত কম সময়ের মধ্যে যে মডেল উনি তৈরি করেছেন তা সত্যিই অসাধারণ। এটাই নয়, উনি এর আগেও এনএইচপিসির বেশ কিছু প্রকল্পের মডেল তৈরি করেছেন।'